

ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন

মিজানুর রহমান খান

বাংলাদেশে ৫৩ হাজার রুবলের কেজিবি মিশন

মিত্রোখিন আর্কাইভ অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কেজিবি মিশনের আনুষ্ঠানিক বাজেট ছিল ৫২ হাজার ৯০০ রুবল। কেজিবি একটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি করে বলেছে, দৈনিক পত্রিকাটিকে তার ছাপাখানা কিনতে তারা ৩ লাখ রুবলের সমপরিমাণ অর্থ দিয়েছে। মিত্রোখিন আর্কাইভে অবশ্য এই সাপ্তাহিক ও দৈনিকটির নাম প্রকাশ করা হয়নি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি'র দায়িত্বশীল সূত্র আশির দশকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক সিপিবি'কে প্রদত্ত তহবিলের পরিমাণ সর্বোচ্চ বার্ষিক প্রায় ৫০ হাজার ডলারে পৌঁছায় বলে দাবি করেন। কয়েক বছর আগে একটি ব্রিটিশ দৈনিক পত্রিকায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাপ্ত তহবিলের বিবরণ ছাপা হয়। ওই তালিকায় সিপিবি'র নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে সোভিয়েত পার্টি ও কেজিবির তহবিল ব্যবহারের স্বাভাবিক কীভাবে রক্ষিত হতো তা মিত্রোখিন আর্কাইভে স্পষ্ট নয়। সিপিবি সূত্র অবশ্য বলেছে, এই তহবিল ও তার ব্যবহার মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সিপিবি ও ন্যাপ-সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের কোনো কোনো গণসংগঠনও আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ অর্থ পেত বলে জানা যায়।

ভারতে নিযুক্ত (১৯৭৭-৮৩) সাবেক রুশ রাষ্ট্রদূত ইউরি ভরনৎসভ ৩ অক্টোবর ২০০৫ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক কেজিবির অর্থ গ্রহণের তথ্য নাকচ করে দিতে গিয়ে উল্লেখ করেন, আমি এটা জানি যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের যেকোনো কমিউনিস্ট পার্টির মতোই সোভিয়েত কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এটা কখনো কোনো গোপন বিষয় ছিল না। সাবেক রুশ রাষ্ট্রদূত অবশ্য উল্লেখ করেন যে, ওই অর্থের লেনদেন হতো 'অকুটনৈতিক চ্যানেলে।'

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সিপিবি'র পরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ ছিল মস্কোর ঘনিষ্ঠ। মিত্রোখিন আর্কাইভে কেজিবির কাছ থেকে ন্যাপের অর্থ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ন্যাপের বর্ষীয়ান নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এই প্রতিবেদককে বলেন, 'মিত্রোখিন আমি পড়িনি। তবে ন্যাপ সম্পর্কে আমি বলতে পারি। ন্যাপ কখনো কোনো বাইরের রাষ্ট্রের সঙ্গে এ ধরনের আর্থিক সম্পর্ক বজায় রাখেনি। তবে বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত ও ভারতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও মস্কোর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরণ কিংবা কারো চিকিৎসার জন্য সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে।' সাবেক ন্যাপ নেতা মোনোয়েম সরকার জানিয়েছেন, '৭২-৭৫ পর্বে ন্যাপ পরিচালিত সমাজতন্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৭ হাজার ৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্রমতে, ন্যাপও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সিপিবি'র মতোই অনেকটা সমানভাবেই অর্থ পেয়েছে। ন্যাপের মতো সিপিবিও ছাত্র পাঠানো, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধা লাভ করেছে। সাধারণভাবে বলা চলে সোভিয়েত পার্টির কাছ থেকে সিপিবি, ন্যাপ ও গণসংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা পেয়েছে।

মিত্রোখিন আর্কাইভের বিবরণ অনুযায়ী, ১৯৭৩ সালে কেজিবির বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখা এফসিডির সপ্তম বিভাগের আওতায় ছিল বাংলাদেশ। একই বিভাগের অধীনে থাকা অন্য মিশনের বাজেট ছিল নিম্নরূপ: ভারত ২,০৪,৬০০, পাকিস্তান ৫৪,৮০০, নেপাল ১২,২০০, শ্রীলঙ্কা ৩০,৬০০, মিয়ানমার ৩৫,৩০০, জাপান ২,০৩১০০, লাওস ১৯,০০০, থাইল্যান্ড ৩২,৫০০, কম্বোডিয়া ২৬,৭০০,

সিঙ্গাপুর ২২,৬০০, মালয়েশিয়া ২৩,৬০০ ও ইন্দোনেশিয়া ৭২,৮০০ রুবল। পরে কেজিবির পুনর্গঠিত ১৭তম বিভাগে আসে মালদ্বীপ বাদে সব সার্ক দেশ। লক্ষণীয়, নেহরুর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে পরিচিত কৃষ্ণ মেননের (প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ১৯৬৫-তে যিনি পদত্যাগ করেন) একটি নির্বাচনী প্রচারণায় কেজিবি ৭,৩৩,০০০ রুপি ব্যয় করে। অন্যদিকে কেজিবি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইকে ১৯৭৭ সালে চার কিস্তিতে ২৪,৮৫,৮৬৭ রুপি দিয়েছে।

মিত্রোখিন ও ক্রিস্টোফার এন্ড্রু লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের একটি ক্ষুদ্র গোপন কমিউনিস্ট পার্টি কেজিবির কাছ থেকে তহবিল পেত। উপরন্তু কিছু সংখ্যক এসপিসি (সিদ্ধ প্রতিপন্থিত কমিটি) নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি থেকে ফায়দা পেত। কেজিবি এর ব্যবস্থা করে দিত।' ওয়াকিবহাল মহল বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানে মিত্রোখিন বর্ণিত ওই ক্ষুদ্র গোপন 'কমিউনিস্ট পার্টি' বলতে কিছু ছিল না। কিছু ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিলেন। তারা মাসে ৫০০০ টাকা পেতেন বলে জানা যায়। এন্ড্রুর ফুটনোট অনুযায়ী এই বিষয়টি মিত্রোখিন আর্কাইভের অপ্রকাশিত অংশে (খণ্ড ৩, বাংলাদেশ, পরিচ্ছেদ-২, পৃ. ৯৬) বিস্তারিত রয়েছে।

এলু ও মিত্রোখিন লিখেছেন, ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ বন্ধুত্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রভাব সীমিত রাখে। কেজিবি লক্ষ করে যে, কর্তৃত্বপরায়ণ পাকিস্তানি সামরিক জাতীর শাসন স্নায়ুযুদ্ধের অধিকাংশ সময়জুড়ে বিস্তৃত। আর ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের চেয়ে পাক প্রশাসনে ঢুকে পড়া অনেক বেশি জটিল। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫১-তে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হয়। সুতরাং তার ভারতীয় সমকক্ষের চেয়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল নগণ্য। কেজিবির নথিপত্র অনুযায়ী, করাচি ও হায়দারাবাদের শীর্ষস্থানীয় ২০ জন কমিউনিস্ট সমন্বয়ে একটি ক্ষুদ্র গোপন দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় সিদ্ধ প্রভেসিয়াল কমিটি বা এসপিসি, কেজিবির করাচির দপ্তরের সঙ্গে এই সংস্থা গোপন যোগাযোগ বজায় রাখত। কেজিবির অর্থানুকূল্যে পরিচালিত এসপিসি সত্তর দশকের মাঝামাঝি বছরে ২৫ থেকে ৩০ হাজার ডলার পেত। (মিত্রোখিন, পৃ. ৩৪১)

মিত্রোখিনের দাবি, ১৯৫৮ থেকে '৫৯ পর্বে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক আইউব খানের ঘনিষ্ঠ মহলে কেজিবি ঢুকতে পারেনি। কিন্তু তার বিদেশনীতি ভালোই জানা ছিল। কারণ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পেশাদার কূটনীতিকদের মধ্যে তারা এ জেন্ট নিয়োগে সক্ষম হয়। এদের কয়েকজনের ছদ্ম নাম হচ্ছে— গনম, উড়ি, গ্রেন এবং গুলাম। দীর্ঘ সাত বছর ধরে 'গনম' নামের একজন এজেন্ট সাংকেতিক ভাষায় তৈরি কূটনৈতিক বার্তা কেজিবিকে সরবরাহ করত। পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কেজিবি এজেন্টদের মধ্যে যার পরিচয় মিত্রোখিন চিহ্নিত করেন তিনি হলেন আবু সাঈদ হাসান।

মিত্রোখিন লিখেছেন, ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরো কেজিবিকে বাংলাদেশের আসন্ন সংসদ নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় হতে নির্দেশ দেয়। কেজিবি আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র, কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় তহবিলের জোগান দেয়।

সিপিবির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক সোভিয়েতের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের বিষয়টি 'স্নায়ুযুদ্ধ যুগে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব গঠনের ঐতিহাসিক পটভূমিতে' মূল্যায়নে গুরুত্ব আরোপ করেন। তার কথায়, 'পার্টি পরিচালনা ও কেজিবির গোপন কার্যক্রম দুটোই স্বতন্ত্র বিষয়। কেজিবি কর্তাদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-আলোচনার কোনো দরকার ছিল না। তারা হয়তো তাদের মতো করে কাজ করেছে। কেজিবি সোভিয়েত সরকারের সংস্থা ছিল। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গীভূত ছিল না।' তবে মিত্রোখিন আর্কাইভে সোভিয়েত পার্টির যে সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হয়েছে তাতে অবশ্য কেজিবিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিপিবির সাবেক ওই নেতা এই প্রতিবেদককে আরো বলেন, আমরা 'সার্বক্ষণিক কর্মী' হিসেবে যে অর্থ পেতাম তা যৎসামান্য। দিন এনে দিন খাওয়ার মতো অবস্থা আর কি। পার্টি তহবিলের অপব্যবহার বা অনিয়মের কোনো অভিযোগ ওঠেনি। সত্যি বলতে কি, আমরা মূলত আমাদের অনেকে স্ত্রীদের রোজগারের সুবাদেই সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে পার্টির কাজ করতে পেরেছি। তিনি বলেন, অর্থ বিতরণের একটা ফর্মুলা ছিল। গিনি রোজগারে না হলে কিংবা ঢাকায় বাসস্থান না থাকলে সংশ্লিষ্ট সার্বক্ষণিক কর্মী তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ পেতেন।

ঢাকায় কেজিবির কুড়ি জন এজেন্ট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সাইফুদ্দিন মানিক বলেন, আমার জানা নেই। আমি কখনো শুনিনি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে সিপিবির বার্ষিক প্রাপ্ত তহবিলের পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা আসলে পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ ফরহাদ বিশেষভাবে নিজস্ব এখতিয়ারে দেখভাল করেছেন। অজয় রায়ও এই বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, 'দলীয় তহবিলের হাঁড়ির খবর একমাত্র জানতেন দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ ফরহাদ। দলীয় সিদ্ধান্ত যৌথভাবে গৃহীত হলেও তহবিল ব্যবস্থাপনা কিন্তু যৌথ নেতৃত্বাধীন ছিল না।'

১৯৮৭ সালে মোহাম্মদ ফরহাদের মৃত্যুর পর থেকে ১৯৯১ সালে সিপিবি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত সাইফুদ্দিন মানিক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পার্টির অর্থ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তখন তার ওপরই ছিল বলে জানা যায়।

মানিক স্মৃতিচারণ করেন, 'মণি সিংহ একবার হিসাব করে বলেছিলেন তিনি মাসে ১ হাজার ৬০০ টাকা পেতেন। আমরা কেউ চাকরি করিনি। পার্টির কাজই ছিল আমাদের ধ্যানজ্ঞান। তা ছাড়া স্বাধীনতার আগে পার্টির তহবিলের জোগান ছিল না। আমরা নিজেরাই চাঁদা দিয়ে সংগঠন করেছি। পার্টির গঠনতন্ত্রের শর্ত ছিল প্রত্যেককে তাদের আয়ের একটি অংশ পার্টিকে দিতে হবে। একে

বলা হতো লেভি। প্রত্যেকের আয়ের ৫ শতাংশ লেভি হিসেবে দেওয়া হতো। মাসে ৩০০ টাকার সার্বক্ষণিক কর্মীও ছিল। মানিক বলেন, আমি নিজে হাজার থেকে বড়জোর ১২০০ টাকা পেতাম।' সিপিবির অন্য সূত্র অবশ্য ৮০'র দশকে মাসে কোনো নেতার অনধিক ৩-৪ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রাপ্তির তথ্য দিয়েছেন। কিন্তু কেজিবির কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের কথা সূত্রগুলো নিশ্চিত করেনি।

মিত্রোখিন আর্কাইভের ৩৫০ পৃষ্ঠার ভাষ্য অনুযায়ী, ১৯৭২ সালে কেজিবির বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশের একটি সাপ্তাহিক ও দৈনিকের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথাটি উল্লিখিত হয়। মিত্রোখিন আর্কাইভ-টু, কেজিবি অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডের ৫৬৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট অনুযায়ী, এ বিষয়টি মিত্রোখিনের অপ্রকাশিত অংশে (খণ্ড ৩, বাংলাদেশ, পরিচ্ছেদ-১, অনুচ্ছেদ-৪১৬) বিশদ রয়েছে বলে ধারণা করা চলে।

এক প্রশ্নের জবাবে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এই প্রতিবেদককে বলেন, বাকশাল গঠনের ধারায় সিপিবিরও বিলুপ্তি ঘটে। সাপ্তাহিক একতাও বন্ধ হয়। দৈনিক সংবাদে সঙ্গে আমাদের দলগত কোনো সংযোগ ছিল না। তবে এ পত্রিকার একটি বামপন্থি প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ছিল। আমাদের লোকেরা সেখানে চাকরিও পেত। (চলবে)

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক

আগামীকাল শেষ পর্ব : ভাসিলি মিত্রোখিন রহস্য পুরুষ হয়েই থাকবেন?

মিত্রোখিন রহস্য - ৯

ভাসিলি মিত্রোখিন। কেজিবির এই কর্মকর্তা অতি গোপনীয় ও সংবেদনশীল নথিপত্র নকল করে তার গ্রামের বাড়িতে ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখতেন। সম্প্রতি প্রকাশিত মিত্রোখিন আর্কাইভ অবলম্বনে লিখেছেন

মিজানুর রহমান খান

মিত্রোখিন রহস্য-পুরুষ হয়েই থাকবেন!

গতকালের পর

১৯২২ সালে মধ্য রাশিয়ার ইউরাসোভাতে মিত্রোখিনের জন্ম। ইতিহাস ও আইনে স্নাতক মিত্রোখিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেজর পদে উন্নীত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে কেজিবির (তৎকালীন এমজিবি) বৈদেশিক গোয়েন্দা শাখায় যোগ দেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করেন। কিন্তু এই দেশগুলোর নাম জানা যায় না। এ সময় তাকে অপারেশনাল কাজে অনুপযুক্ত বিবেচনায় কেজিবির বৈদেশিক গোয়েন্দা সংক্রান্ত আর্কাইভে বদলি করা হয়। ১৯৮৫ সালে মিত্রোখিন অবসরে যান।

মিত্রোখিন তার হাতে লেখা নোট প্রতিদিন তার জুতোর ভেতরে পাচার করতেন। বাড়িতে এসে টাইপ করতেন ফেলে দেওয়ার দুধের কার্টনে। ঘরের মেঝে এবং পেছনের বাগানে ছয় ট্রান্সভার্সি নোট এভাবেই লুকিয়ে রেখেছেন। ব্রিটেনকে এসব দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ও তার পরিবার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব, একটি বাড়ি, পেনশন ও নতুন পরিচিতি লাভ করেন। ৮১ বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় ভুগে ২০০৪ সালের ২৩ জানুয়ারি মিত্রোখিন মারা যান।

১৯৯২ সাল। তার বয়স যখন ৭০ তিনি তখন লাটভিয়ার রাজধানী রিগা সফর করেন। তার সঙ্গে থাকা পুঁটলিতে ছিল অনেক হাতে লেখা ও টাইপকৃত দলিল। তিনি প্রথমে যান মার্কিন দূতাবাসে এবং তার দলিল-দস্তাবেজ সিআইএর কাছে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারা ভেবেছিল মিত্রোখিন বুঝি আঘাতে গল্পের নায়ক। কিংবা রুশ গোয়েন্দা সংস্থা তাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। মিত্রোখিন এরপর তার দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসে যান। এবং সেখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই সিক্সের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, তার কাছে ২৫ হাজার পৃষ্ঠার গোপন নোট রয়েছে। এগুলো তিনি ব্রিটেনকে দিতে প্রস্তুত যদি তাকে ব্রিটেনে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্য সোর্ড অ্যান্ড দ্য শিল্ড, দ্য মিত্রোখিন আর্কাইভ অ্যান্ড দ্য সিক্রেট হিস্টরি অব দ্য কেজিবি (১৯৯৯) বইয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে, কেজিবির বৈদেশিক গোয়েন্দা আর্কাইভে মিত্রোখিন কাজ করেছেন ৩০ বছর। ১৯৭২ সালে মস্কোর নিকটস্থ নতুন সদর দপ্তরে সমগ্র আর্কাইভ স্থানান্তরের নেতৃত্ব দেন মিত্রোখিন। এবং এ কাজে তার দক্ষতার জন্য তৎকালীন গোয়েন্দা শাখা প্রধান ভ্লাদিমির ক্রাইচকভ (১৯৯১ সালের মস্কো অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক) তাকে অভিনন্দিত করেন।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ও সমকালীন ইতিহাসের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার এন্ড্রু বিশ্ব গোয়েন্দা ইতিহাসের অন্যতম শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তবে সমালোচকরা তাকে এমআই সিক্সের পেয়ারের ইতিহাসবিদ হিসেবেও দেখে থাকেন।

ক্রিস্টোফার কেন এই বই লিখেছেন সে সম্পর্কে তার মন্তব্য: বিশ্ব ইতিহাসের আর কোনো পর্বেই কোনো গোয়েন্দা সংস্থার এত বিশাল গোপনীয় তথ্য সম্ভার আলোর মুখ দেখেনি। তার কথায়, ‘এই দলিল-দস্তাবেজে যা কিছু দাবি করা হয়েছে তার পুরোটাই সত্যি। মিত্রোখিনের কল্যাণে আমরা আজ বুঝতে পারছি কেজিবি কী কৌশলে তৃতীয় বিশ্বকে জয় করতে চেয়েছিল। বলশেভিক বিপ্লবে উৎসাহিত তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবীদের বহু বছর ধরে এক কল্পনার জগতে মোহাবিষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয় কেজিবি। সিআইএ ও কেজিবির তৎপরতার পার্থক্য টেনে এন্ড্রু লিখেছেন— সিআইএ যা কিছু করুক না কেন কখনো তার ভূমিকা নীতিনির্ধারণী ছিল না। তার কথায় এমনকি ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যা চেষ্টা ও কিউবায় সন্ত্রাস সৃষ্টির মতো জঘন্য ঘটনাও পরিচালিত হয়েছিল হোয়াইট হাউসের ইচ্ছায়। কিন্তু কেজিবির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে একেবারেই উল্টো। তৃতীয় বিশ্বে নীতিনির্ধারণীর মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল কেজিবির। রুশ রাজনীতিকদের ভূমিকা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোকে সামলাতেই।

মিত্রোখিন আর্কাইভ ভারতে এক বিরাট রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিজেপি মিত্রোখিন আর্কাইভে বর্ণিত ঘটনাবলির সত্যতা যাচাইয়ে একজন সুপ্রিম কোর্ট বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি এবং বৈদেশিক সূত্রে রাজনৈতিক দলগুলো গৃহীত তহবিল সম্পর্কে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিষেক সিংহি মিত্রোখিন আর্কাইভকে শুধুই চাঞ্চল্যকর এ বং একেবারেই অসত্য হিসেবে বর্ণনা করেন। তার মতে, ‘মিত্রোখিন আর্কাইভের অভিযোগ অপ্রমাণিত থেকে যাবে যতক্ষণ না মস্কো তার আর্কাইভের সবটুকু প্রকাশ করে।’

১৯৯৯ সালে মিত্রোখিনের প্রথম বই প্রকাশের আগ পর্যন্ত মিত্রোখিনের কথা বিশ্ববাসী জানতে পারেননি। মিত্রোখিন কিন্তু কোনো

মূলনথি পাচার করেননি। সবটাই তিনি টুকে নিয়েছেন। মিত্রোখিনের ভাষ্য মতে, ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে আর্কাইভ স্থানান্তরের তদারকি করতে গিয়ে তিনি সারা বিশ্বে কেজিবির গোপন ও সংবেদনশীল মিশন সংক্রান্ত নথিপত্র পাঠ করার সুযোগ পান। মিত্রোখিনের মতে, সোভিয়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে তার বিরাগ মনোভাবের বিকাশ ঘটে ১৯৫৬ সালে স্তালিন ও তার গোয়েন্দা প্রধান লাভন্তিন বেরিয়ার কুর্কীতি সম্পর্কে নিকিতা ক্রুশ্চেভের বহুল আলোচিত তথ্য প্রকাশের পর থেকেই। সোভিয়েত ব্যবস্থা ও তার গোয়েন্দা কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করতেই তিনি এই উদ্যোগ নেন বলে তার দাবি।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ৭০০ পৃষ্ঠার প্রথম বইটি প্রকাশের পর আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আলোড়িত হয়। তখনই প্রশ্ন ওঠে এ মআই সিক্স কি মিত্রোখিন আর্কাইভ সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অবহিত করেছিল? প্রফেসর এড্ডুর মাধ্যমে বই আকারে প্রকাশে তারা কি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুমোদন নিয়েছিল? কেন এটা প্রকাশে তারা সরকারি ইতিহাসবিদের পরিবর্তে ক্যামব্রিজের অধ্যাপককে বেছে নেয়? কেন মিডিয়া মুঘল রুপার্ট মার্ডকের মালিকানাধীন একটি সংবাদপত্রকে স্পর্শকাতর তথ্যবহুল দলিল প্রকাশে তারা অনুমতি দিয়েছিল?

টনি ব্ল্যার সরকার সংসদীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কমিটিকে এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতেও হিমশিম খায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাক স্ট্র সংসদে বলেন, কী নীতি ও প্রক্রিয়ায় মিত্রোখিন আর্কাইভ ব্যবহৃত হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে কমিটিকে বলা হয়েছে। যদিও মিত্রোখিন কোনো মূল নথি আনেননি। তাই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্য নেই। তবে গোয়েন্দা ও তদন্ত উদ্দেশ্যে এর মূল্য বিরাট। মিত্রোখিন দলিলের সূত্র ধরে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা বিশ্বব্যাপী মিত্র সরকারগুলোর সহায়তায় বহু নিরাপত্তা হুমকি নস্যাৎ করতে সক্ষম হয়েছে। বহু অজানা প্রশ্ন রহস্যের মীমাংসা ঘটেছে। স্ট্র স্বীকার করেন যে, এড্ডুকে দিয়ে বই লেখাতে এমআই সিক্স পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমোদন নিয়েছিল।

মিত্রোখিন আর্কাইভ সম্পর্কে ১৯৯৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কমিটি আইএসসিকে নিয়োগ করে। টম কিং এমপির নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করে ২০০০ সালের জুনে। লক্ষণীয় যে, ব্রিটিশ সংসদীয় কমিটিও তার রিপোর্টের সবটুকু প্রকাশ করেনি। এমনকি অনেক দেশ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নাম গোপন রেখেছে। এসআইএসের তত্ত্বাবধানেই রুশ ভাষায় লেখা মিত্রোখিনের দলিল ১৯৯২-এর মে থেকে ১৯৯৫-এর জুলাই পর্যন্ত অনুবাদ ও যাচাইয়ের কাজ চলে। মিত্রোখিনের পক্ষ থেকে আর্কাইভ হস্তান্তরের মুখ্য শর্তই ছিল এটা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারের কাঁধে দায়িত্ব পড়ে এটা নিশ্চিত করা যে, আর্কাইভের প্রকাশনা নিয়ন্ত্রিতভাবে হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যালকম রিফকিন্ডের অনুমোদনক্রমে ১৯৯৬ সালের ৬ মার্চ তাকে প্রস্তাবিত বইয়ের সম্পাদক মনোনীত করা হয়। এমআইসিক্স সিদ্ধান্ত নেয় যে, মিত্রোখিন আর্কাইভের বিষয়বস্তু ব্রিটেনের অনেক বন্ধু দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। সুতরাং তা আরো কয়েক বছর গোপন রাখতে হবে। এসব দেশের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

গোয়েন্দা বিষয়ক বিশেষ ওয়েবসাইট 'ইন্টেলিজেন্স ফোরামে' রেগ হোয়াইটার মন্তব্য করেছেন, মিত্রোখিন আর্কাইভ কীভাবে বাস্তবে রূপ পেল তা এক অপার রহস্য। এড্ডু মিত্রোখিনকে একজন গোপন ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যিনি তার চাকরি জীবনে একটি কালো দাগ নিয়ে দেশে ফিরে গোপন সব নথিপত্র স্থানান্তর নজরদারির দায়িত্ব পান। বহু বছর ধরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নকল করেছেন। অতঃপর বাড়ি ফিরে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন টাইপিংয়ে। পরিমাণে যা ৬টি মোটা সুটকেস পূর্ণ করেছে। ১৯৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর *দি টাইমস* পত্রিকায় অ্যামি নাইট কৌতুকের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, মিত্রোখিনে দৃশ্যত অনেক অসঙ্গতি বিদ্যমান। সব আমলাতন্ত্রেই যেমনটা বিদ্যমান, সেভাবে কেজিবি কি তার দপ্তরের কর্মীদের কাজ ও সময়সীমার তদারকি নিশ্চিত করেনি? কী করে এত দলিল নকল করা সম্ভব হলো? মিত্রোখিন কেনই বা বহু বছর গোপন রেখে সোভিয়েত সাম্রাজ্য পতনের পরে কেজিবির সতর্ক চোখ ফাঁকি দিয়ে তা পাচার করতে সক্ষম হলেন? অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কেজিবির উত্তরসূরি বর্তমান সংস্থা এইচডিআরের আধা ষড়যন্ত্রমূলক ও চাতুর্যপূর্ণ কোনো ম্যাকিয়াভেলীয় উপাখ্যান নয় তো? মিত্রোখিন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও অন্য পশ্চিমা দেশগুলোর বিপুল সংখ্যক রাজনীতিককে সিআইএর পক্ষে কাজ করেছেন বলে চিহ্নিত করেছেন।

ভারতীয় বিশ্লেষক বি. রমন মন্তব্য করেছেন, ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বামপন্থি বা লেবার পার্টির নেতাদের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মিত্রোখিনে আমরা দেখছি পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত কমিটির ১৩৩ জন লেবার এমপির অনেকেই কেজিবির কাছ থেকে অর্থ পেয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের যুগে তারা প্রায় লেবার পার্টিকে কেজিবির সঙ্গে এক করে দেখিয়েছে। ১৯৯২-তে জন মেজরের রক্ষণশীল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালেই মিত্রোখিন তার কয়েক টন নোট নিয়ে হঠাৎ আভির্ভূত হন। মিত্রোখিন কেজিবির সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্ক আছে বলে রক্ষণশীল তেমন কোনো নেতার নামই উল্লেখ করেননি। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে লেবার সরকার ক্ষমতায় এলে এমআইসিক্স বিব্রত হয়। রবিন কুক ও জ্যাক স্ট্রকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে এমআই সিক্স সুকৌশলে বই ছাপানোর ব্যবস্থা করে।

এমআই সিক্স কর্মকর্তা রিচার্ড টমলিনসনের উপাখ্যান আজও রহস্যে ঘেরা। মিত্রোখিন তার নোট লিখেছেন ফেলে দেওয়া দুধের কার্টনে। এ থেকে নথি উদ্ধারের প্রক্রিয়ায় টমলিনসন জড়িত ছিলেন। ১৯৯৭ সালে তিনি তার চাকরি জীবন সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। টমলিনসনকে কেন হয়রানি করা হয় তা আজও রয়ে গেছে অনুদঘাটিত। টমলিনসন

পলাতক অবস্থায় রুশ প্রকাশনা সংস্থার সাহায্যে ২০০১ সালের জানুয়ারিতে তার বই *দি বিগ ব্রিচ* প্রকাশ করেন। *বিগ ব্রিচের* প্রকাশনাকে এমআই সিন্ধু কর্তৃক মিত্রোখিন আর্কাইভের রুশ গোয়েন্দা সংস্থার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এন্ড্রুর কথায় এটা 'রাশিয়ার প্রতিশোধ'। টমলিনসন তার বইতে কেজিবি'র মতোই এমআই সিন্ধুর বিরুদ্ধে গুরুতর সব নীতি-বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন।

রমনের মতে, রাশিয়াকে নেতিবাচক হিসেবে চিত্রিত করাই মিত্রোখিনের লক্ষ্য। এন্ড্রু হয়তো দেখাতে চেয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটতে পারে কিন্তু কেজিবি নিয়ন্ত্রিত রাশিয়া আজও এক গণতান্ত্রিক খোলস। এমনকি কেউ একজন রাশিয়ার বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে একটা বিরোধ চাঙ্গা করার কথা ভাবতে পারে। সিপিআই বলেছে, এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে তারা আদালতে মামলা করবে। কিন্তু এ মামলা কখনো দায়ের হলেও মিত্রোখিন রহস্যাবৃত হয়েই থাকবেন। মস্কো নীরবতা পালন করছে। রুশ সংবাদ সংস্থা ইতার তাসের এক রিপোর্টে এর আগে মিত্রোখিন আর্কাইভকে 'অতিরঞ্জিত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (শেষ)

মিজানুর রহমান খান : সাংবাদিক।

Vasili Mitrokhin

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Vasili Nikitich Mitrokhin (March 3, 1922–January 23, 2004) was a Major and senior archivist for the Soviet Union's foreign intelligence service, the First Chief Directorate of the KGB, and co-author with Christopher Andrew of *The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West*, a massive account of Soviet intelligence operations based on copies of material from the archive. Work on the second volume, *The Mitrokhin Archive II: The KGB in the World*, was completed by Andrew in 2005 after Mitrokhin's death.

